দৈনিক ইনকিলাব

20 APR 2003

একটি চিঠি ও তদন্ত কমিটি প্রসঙ্গ নিয়ে রাঃ বিঃ ক্যাম্পাসে তোলপাড়

রাঃ বিঃ রিপোর্টার ঃ একটি চিঠি এবং একটি তদন্ত কমিটি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ব্যাপক তোলপাড় সৃষ্টি করেছে। তবে তদন্ত কমিটির কার্যক্রমে সবাই রীতিমত বিস্মিত ও হতবাক।

সূত্র জানায়, হিসাববিজ্ঞান বিভাগের সহকারী অধ্যাপিকা রুকসানা বেগম গত ১৯৯৮ সালের ২ আগস্ট প্রভাষক পদে যোগদান করেন। তিনি এর আগে বিসিকের প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটে সহকারী অনুষদ সদস্য পদে কর্মরত ছিলেন। বিসিক সচিব বদরুজ্জামান মিয়া বীর প্রতীক স্বাক্ষরিত এক পত্রে জানা যায় যে, রুকসানা বেগম ১২ আগস্ট ১৯৯৮ তারিখ পর্যন্ত সেখানে কর্মরত ছিলেন। সেখান থেকে পদত্যাগ না করেই তিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেন। যোগদানের ১০ দিন পর তিনি পদত্যাগ করেন। বিসিক সচিবের পত্রে আরো বলা হয় যে, রুকসানা বেগম সরকারী চাকরি বিধি লংঘন করে যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে আবেদন করেননি। তাছাড়া বিসিক থেকে তাকে কোন লাস্টপে সার্টিফিকেট (এলপিসি) ইস্যু করা হয়নি। অথচ তিনি ভুয়া এলপিসি দাখিল করে ৪ বছর ৮ মাস ধরে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রতিমাসে ২৮৭৫ টাকা করে এ পর্যন্ত ১ লাখ ৬১ হাজার টাকা আত্মসাৎ করেছেন। বিষয়টি কর্তৃপক্ষের নজরে আসার পর বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন প্রাণিবিদ্যা বিভাগের প্রফেসর আঃ সালামকে আহ্বায়ক করে প্রথমে এক সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করে। এ কমিটি কাজ শুরুর আগেই কমিটিকে তিন সদস্যবিশিষ্ট করা হয়। নতুন দুই সদস্য হলেন ফলিত পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের প্রফেসর মামুনুল কেরামত ও ফিন্যান্স বিভাগের ডঃ আমজাদ হোসেন। এই তদন্ত কমিটি দীর্ঘদিনে কোন কাজ করেনি। তারা বিষয়টি ধামাচাপা দিতে তৎপর বলে ব্যাপক অভিযোগ উঠেছে। তবে একটি সূত্র জানায়, কমিটির সদস্যদেরকে হত্যাসহ বিভিন্ন প্রকার হুমকি দেয়ায় তারা নিরুপায়হীনতা বোধ করছেন। এজন্যই তারা কোন কাজ করতে পারছেন না। এদিকে বিসিক সচিবের ওই চিঠি এবং তদন্ত কমিটি নিষ্ক্রিয় থাকায় ব্যাপক বিস্ময় ও ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে।